

উপদেষ্টা

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতাজেজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অসঙ্গজ্ঞা সমর মূখা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com

ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

ই-কমার্স মেলা, অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সিস্টেম, টেলিযোগাযোগ আইন

এই সময়ে আমাদের সম্মানিত পাঠকদের আইসিটি জগতের দুটি গুণ্ড সংবাদ এবং একটি দুঃসংবাদ জানাতে পারি। প্রথম সুসংবাদ হচ্ছে, আগামী বছর ৭-৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম ই-কমার্স মেলা। আর সে মেলাটি আয়োজন করতে যাচ্ছে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা 'কমপিউটার জগৎ'। দ্বিতীয় সুসংবাদটি হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে চালু হতে যাচ্ছে অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সিস্টেম। তৃতীয় সংবাদটি আমাদের জন্য একটি দুঃসংবাদই বলতে হবে। তা হচ্ছে, দেশে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন থাকা সত্ত্বেও এ আইনে রয়েছে নানা অসঙ্গতি। অবৈধ ভিওআইপি মাধ্যমে রাষ্ট্রের ৩৬ হাজার কোটি টাকা লোপাট হলেও একটি মামলারও বিচার হয়নি। এ খবর তিনটিই আমাদের এবারের সম্পাদকীয় আলোচনার বিবেচ্য।

কমপিউটার জগৎ-এর যারা নিয়মিত পাঠক তারা ভালো করেই জানেন, এটি শুধু একটি আইসিটি ম্যাগাজিনই নয়, এটি একটি আন্দোলনের নাম। কারণ আমরা বরাবরই বলে আসছি- একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন, আন্দোলনের মোক্ষম হাতিয়ার। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই মাসিক কমপিউটার জগৎ নিয়মিত প্রকাশনার পাশাপাশি এদেশে অব্যাহত রাখেন অন্য ধরনের এক তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলন। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিনি কমপিউটার জগৎকে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে নিছক প্রকাশনার বাইরে নিয়ে আসেন। তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য কমপিউটার জগৎ তাই বিভিন্ন সময়ে নানাধর্মী সংবাদ সম্মেলন, কমপিউটার মেলা, কমপিউটার পরিচিতি অনুষ্ঠান, কর্মশালা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে বিভিন্ন দাবি পেশ করে আসছে। তারই অংশ হিসেবে কমপিউটার জগৎ আগামী ৭-৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করতে যাচ্ছে দেশের প্রথম ই-কমার্স মেলা। ঢাকার শাহবাগের সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিতব্য এ মেলায় এরই মধ্যে ই-কমার্সসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সামগ্রিক আইসিটি খাতের নানা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়ার অগ্রহ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি এ মেলা আয়োজনে অনেক প্রতিষ্ঠান আমাদের সহযোগী হতে চেয়েছে। মেলার স্টল বুকিংসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। আমরা আশা করছি এ মেলা এদেশে ই-কমার্স সম্পর্কে জনসচেতনতা যেমনি বাড়াবে তেমনি ই-কমার্সসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের জন্য হবে এক প্রেরণার উৎস। আমাদের শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের এ আয়োজন হয়ে উঠবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, এ প্রত্যাশা আমাদের।

বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্য আমাদের ঠেলে দিয়েছে দুঃসহ এক দুর্ভোগের দিকে। জাতি হিসেবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আমাদের ব্যর্থতা সীমাহীন। যাদের ওপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার নৈতিক দায় বহন করে, তাদের কেউই সেই দায় নিতে নারাজ। সরকারের যেমনি দায় আছে, তেমনি ব্যবসায়ী মহলেরও দায় আছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এ দু'পক্ষ ব্যস্ত একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। এটা কার্যত একটি বড় ধরনের দুর্নীতি। একটি অসাধু দুর্নীতি চক্র সিডিকেট গড়ে তুলে তাদের ইচ্ছেমতো দ্রব্যমূল্য যখন-তখন বাড়িয়ে তুলছে। এ কথা সত্য, তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এই দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারে। সুখের কথা, এমনই একটি পদক্ষেপের কথা আমরা এখন শুনছি। একটি জাতীয় দৈনিক 'অর্থনীতি প্রতিদিন' জানিয়েছে, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিডিকেট ভাঙতে 'অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সিস্টেম' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এটি চালু হলে বাজারভেদে পণ্যমূল্যের হেরফের নির্ণয় করা যাবে। কোন পণ্যের দাম কোথায় কত, তা ক্রেতা জানতে পারবেন। অত্যাধুনিক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সারাদেশের উপজেলা, জেলা ও রাজধানীর ২৬টি বাজারকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রতিদিন স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর থেকে জেলার প্রশাসকের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো হবে ঢাকায়। ওই তথ্য ইন্টারনেটে আপলোড করা হবে। এই সিস্টেম বাস্তবায়ন করার পুরো কাজটি তদারকি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। আমরা চাই যথাসময়ে তা চালু হোক, এক্ষেত্রে বিদ্যমান সিডিকেটের অবসান ঘটুক তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে।

দেশে ভিওআইপি নিয়ে দুর্নীতি চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এ যেনো অব্যাহত এক প্রক্রিয়া, অনন্তকাল ধরে তা চলতেই থাকবে। টেলিযোগাযোগ আইন অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় বন্ধ করবে, এমন আশ্বাস আমরা সরকার পরম্পরায় শুনে আসছি। কিন্তু সে অবৈধ ব্যবসায়ের অবসান ঘটেনি। টেলিযোগাযোগ আইন একটি আছে। কিন্তু তাতে আছে নানা অসঙ্গতি। আইনটিতে ভিওআইপি অপরাধের কোনো সংজ্ঞা নেই। ২০১০ সালে আইনটি সংশোধিত হওয়ার আগে পর্যন্ত দায়ের করা ৭ হাজার মামলার কার্যক্রম থেমে আছে। আইনে ভিওআইপি লাইসেন্স নেয়া বাধ্যতামূলক হলেও লাইসেন্স না নিলে শাস্তির বিধান নেই। এছাড়া রয়েছে আরো অসঙ্গতি। ফলে অবৈধ ভিওআইপি মাধ্যমে রাষ্ট্রের ৩৬ হাজার কোটি টাকা লোপাট হলেও একটি মামলারও বিচার হয়নি। আমরা চাই টেলিযোগাযোগ আইনের যাবতীয় অসঙ্গতি দূর করে এমন পদক্ষেপ নেয়া হোক, যাতে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবহার দেশে চিরতরে অবসান ঘটে। এটি নিশ্চিত করতে পারলে সরকার এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতে পারবে।

লেখক সম্পাদক

• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ